স্বদেশ + প্রবাস=একুশ

visit us: www.Ekush.info
Newsblog: http://banglainfo.blogspot.com

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA

ফোবানা ২০০৭ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত

বালা প্রক্রিয়ার অগ্রগতি

একুশ রিপোর্ট

ডঃ বি ডি খান একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, আমরা একটা comprehensive নির্বাচন পরিকল্পনা তৈরী করবার চেষ্টা করছি। তিনি উল্লেখ করে বলেন কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দশ জন নির্বাচন কমিশনারের মধ্য থেকে তিন/চার জন বিভিন্ন কারণে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। তাই তিনি নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারটি প্রথম দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে বালা প্রক্রিয়ার যাত্রা শুরু করেছেন। ডঃ বি ডি খান লস এঞ্জেলেসে কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনকে পুনর্জ্জিবীত করার লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করায় প্রবাসী সকলে তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেছে।

তিনি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে, ‘আমি জনাব ইশতিয়াক চিশতী এবং জনাব মমিনুল হক বাচ্চুর সাথে যোগাযোগ করেছি। উভয় পক্ষকে তিনি অনুরোধ করেছেন নতুন নির্বাচন কমিশনারদের নাম জমা দেওয়ার জন্য। নাম জমা দেওয়ার সময়কাল ২৬ জুলাই পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে। এই নাম সমূহ পাওয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডঃ বি ডি খান তার পরবর্তী পদক্ষেপ বা উদ্যোগ ঘোষণা করবেন বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন। সেই সময় নির্বাচনের নিয়মাবলী, পদ্ধতি এবং দিন ঠিক করা হবে বলে জুলাই ১৬, ২০০৭ এ এক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ১১ জুলাই, ২০০৭ তত্ত্বাবধায়ক কমিটির পক্ষ থেকে দেলোয়ার হোসেন দিলির ও মাহমুদ জামি প্রধান কমিশনার জনাব বি ডি খানের অফিসে দেখা করার পরিপ্রেক্ষিতে বালা প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হয়েছে। ..পৃ..২

লস এঞ্জেলেসে এসটিভি-র প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ৮ জুন, ২০০৭ রবিবার লস এঞ্জেলেসের স্থানীয় আলাদিন রেস্টুরেন্টে এসটিভি-র প্রেসিডেন্ট ফাতিনাজ ফিরোজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং প্রবাসে বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা থেকে সম্প্রচারিত একমাত্র টিভি এসটিভি-কে জনপ্রিয় করে তোলার কথা জানান। তিনি বলেন যে, প্রবাসী প্রতিভা এবং নতুন প্রজন্মদেরকে বাংলাদেশী মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং দেশ ও জাতির জন্য প্রবাসীদের কল্যাণকর প্রচেষ্টা তুলে ধরা এসটিভি-র মূল উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে সকলের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, আগামীতে ক্যাবল এবং ডিশ নেটওয়ার্কে যাবেন। তবে বর্তমানে গ্লোবকাস্ট ওয়ার্ল্ড টিভি (৫৮ চ্যানেল) এর মাধ্যমে দেখা যাবে শুধুমাত্র ১৪০ ডলার ইকুয়েপমেন্ট ফি দিয়ে সংযোগ করলে। মাসে কোন চার্জ দিতে হয় না। প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা সরাসরি নিউইয়র্কের নিজস্ব স্টুডিও থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে। এসটিভি-র প্রেসিডেন্ট জানান যে, কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সরাসরি প্রবাসের নির্মিত অনুষ্ঠানাদি দেখতে পাবেন। বর্তমানে জাম্পটিভি-র মাধ্যমে ইন্টারনেটে ফ্রী দেখা যাচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লস এঞ্জেলেস থেকে নির্মিত অনুষ্ঠান এসটিভি-তে প্রচারের প্রতিশ্রুতি দেন। কাজী মশহুরুল হুদা, ‘‘আমারও পরাণ যাহা চায়’’ নামক ভিন্নধর্মী টক শো’র প্রস্তাব দেন এবং অচিরেই তার নির্মাণ কার্য শুরু করার কথা ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন লস এঞ্জেলেসে এসটিভি-র প্রতিনিধি জনাব তারেক বাবু। এখানে উল্লেখ্য যে, কয়েক মাস পূর্বে একুশ-এর পক্ষে জনাব জাহান হাসান নিউইয়র্কে এসটিভি-র প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং লস এঞ্জেলেসে এসটিভি-র খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফ্রী বিজ্ঞাপন প্রচার করে আসছে। একুশ প্রবাসী সকলকে এসটিভি-র মহৎ উদ্দেশ্য ও উদ্যোগকে সহায়তা করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মদের প্রতিভা বিকাশে একমাত্র সুযোগকে তুলে ধরার জন্য প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এককালীন মাত্র ১৪০ ডলারের বিনিময়ে ফ্রী এসটিভি দেখার আহ্বান জানাচ্ছে। এসটিভিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আসুন আমরা প্রবাসী হিসাবে প্রবাসী মানুষের জন্য, স্বদেশের মানুষের জন্য এবং মূলধারার মানুষের জন্য জনহিতকর কাজ করি।

ক্যালিফোর্ণিয়া আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার প্রতিবাদ সভা

জননেত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা, সাবেক সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে অসংবিধানিক আইনের কায়দায় গ্রেফতার করাতে ক্যালিফোর্ণিয়া আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতা ও কর্মীরা ইহাকে নকল বা বানোয়াট মামলা বলে আখ্যায়িত করেন। তথাকথিত কে বা কাহারা চাঁদা নিয়েছেন, নেত্রীর নাম ব্যবহার করেছেন, মিথ্যা বলে অর্থ আদায় করেছে, ইহা কোন আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। চাঁদা নেওয়া ও দেওয়া কোন আইন দেশে নাই, যদি আইন দেশে তথা সময়ে বহাল ছিল তবে এই গ্রেফতার প্রযোজ্য হয়তো। এইজন্য এই মামলা নকল ও মিথ্যা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এইরূপ অনেক মিথ্যা মামলায় জর্জরিত ছিলেন। সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য পূর্বেও কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন তাহা বিভিন্ন উপায়ে দমন নীতি ও মিথ্যা মামলার সমাহার হয়েছে। অনির্বাচিত সরকার নির্বাচন কিভাবে দিবে সেটা চিন্তা করা উচিত। সরকারের এই ধরণের নীতি জনগণ মেনে নিবে না, দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে ইহা মিথ্যা মামলা। সংস্কারের নামে দীর্ঘদিন সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য এইরূপ রাজনৈতিক কর্মকান্ড। রাজনৈতিক চক্রান্ত দেশের গণতন্ত্রকে চিরতরে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। বর্তমান সরকারের প্রথমে যেভাবে আগমন হয়েছিল, তাহা আমাদের অনেকের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছিল। কিন্তু এখন বোঝা যায় তাহারা একটি প্ল্যানে এসেছিল, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। সেই পূর্বের নীতির পায়ের আওয়াজ পাই। ..পৃ..৫

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তার সাথে একুশ-এর কিছুক্ষণ

লস এঞ্জেলেসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনিসুর রহমানের সেন্ট এন্ড্রুসের নতুন বাসায় এসেছিলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট মোঃ আব্দুল মান্নান। তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন মালয়েশিয়া সেন্ট্রাল ব্যাংকের আয়োজিত গ্লোবাল লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে দুই জন শীর্ষ ব্যাংকারদের নিয়ে ট্রেনিং প্রোগ্রামে একজন হয়ে এসেছেন। বোস্টন, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, সানফ্রান্সিসকো হয়ে লস এঞ্জেলেস। তারপর এখান থেকে তিনি আবার নিউইয়র্কে ফিরে যাবেন। সেখান থেকে কানাডা হয়ে লন্ডন, তারপর বাংলাদেশ। স্বল্প অবস্থানে একুশ কিছুক্ষণের জন্য শীর্ষ ব্যাংকার আব্দুল মান্নানের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছে, তা আমাদের পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি।

ইসলামী ব্যাংকের স্বরূপ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, ইসলামী ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এর মূলনীতি ও কর্ম পদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াহ নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকান্ডের সকল স্তরে সুদ বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রশ্ন করেছিলাম প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং-এর সাথে ইসলামী ব্যাংকের পার্থক্য কি ? তিনি জানালেন, ইসলামের আর্থ সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাগিদ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে এ ব্যাংকের পার্থক্য নীতিগত এবং কার্যধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শরীয়াহ্‌র ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদ মুক্ত। ন্যায়ানুগ মুনাফা ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের ভিত্তি। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও সুবিচার এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য। ..পৃ..২

অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদের ২৪ বছরপূর্তি উপলক্ষে স্বর্ণপদক প্রদান

প্রবাসীদের ভাবমর্যাদা উন্নয়নে এই প্রথম প্রবাস থেকে একজন প্রবাসীকে জাতীয় মর্যাদায় পুরষ্কৃত করা হলো। একুশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।

প্রবাসীদের ভাবমর্যাদা উন্নয়নে বর্তমান ফোবানার চেয়ারম্যান মাহাবুব রেজা রহিমকে **পুরষ্কৃত করা হলো। ছবি-একুশ**

শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের মানবতাবোধের আদর্শে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে। মানবচরিত্র উন্নয়নে তার উপদেশ শুধু ব্যক্তি মানুষকে উজ্জীবিত করে না, একটি সুশীল সচেতনতাবোধ সমাজ গড়তে অনুপ্রেরণা জোগায়। গতকাল শুক্রবার এলজিইডি মিলনায়তনে অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদ আয়োজিত অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক ’০৭ প্রদান এবং ‘ধূমপান ও মাদকবিরোধী পরিবার গড়ি’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৩৪ জনকে অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

আলহাজ নূর মোহাম্মদ, এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান ।

ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী বলেন, অতীশ দীপঙ্কর জ্ঞানের অপার সাধনা করে অমর হয়ে আছেন। সময়কে অতীত করে তিনি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে চিরজাগরুক হয়ে আছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুর্নীতির কারণে আমাদের দেশের যে ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে তা উত্তরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা মতে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই

অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান, যমুনা ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ এন্টিড্রাগ ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচন হবে। সরকারের সব কাজ সে লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

এবার অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক পুরস্কার পেলেন কূটনীতিতে অবদানস্বরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী ও সি এম সফি সামি, গণমাধ্যমে অবদানের জন্য এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, সাহিত্যে কবি আসাদ চৌধুরী, শিশু-সাহিত্যে কাইজার চৌধুরী, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় ..পৃ..২

একুশ জেনারেশন - ২

সাধারন মানুষের প্রতিবিম্ব একুশ।

দ্বিতীয় সম্মিলনী

পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা একুশ আগামী ৫ আগস্ট, ২০০৭, রবিবার তার দ্বিতীয় সম্মিলনীতে সকল নিয়মিত অংশদাতা, সাংবাদিক ও কলা-কুশলীদের নিয়ে মিলিত হতে যাচ্ছে। স্থান, উপস্থিতি নিশ্চিতকরনের জন্যে জাহান হাসান (৮১৮) -৯৪১ -৩৮৭৬, কাজী মশহুরুল হুদা (২১৩) -৯২৫ -৪৬৩২ অথবা এস এম বাবু (৩২৩) -৩৯৪ -২৯৬১ এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লোটাস ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ

একুশ রিপোর্ট

গত ১৪ ও ১৫ জুলাই, ২০০৭ প্রতি বছরের মত এবারও ইকো পার্কে হয়ে গেলো ‘লোটাস ফেস্টিভ্যাল’। দেখতে দেখতে ত্রিশ (৩০) বছরে পদার্পণ করেছে। এশিয়া এবং প্যাসিফিক আইল্যান্ডের শিল্প ও সংস্কৃতি মূলধারার মানুষের কাছে তুলে ধরাই হলো লোটাস ফেস্টিভ্যালের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ উক্ত লোটাস ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেছে। উপস্থিত দর্শক হিসাবে কর্ণেল ওমর বললেন, এ বছর বাংলাদেশের অংশগ্রহণ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের আগ্রহ মূলধারার দিকে একটু কম রয়েছে বলে মনে হয়। যদি আমরা লোটাস ফেস্টিভ্যালকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মেলাতে প্রবাসীর ঢল নেমে পড়ে কিন্তু মূলধারাতে নিজেদের কালচার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোন ঢল নাই, আগ্রহ নাই। অংশগ্রহণে বলেন আর উপস্থিতির সংখ্যায় বলেন কোন ব্যাপকতা নাই। অথচ আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য দেশীয় কৃষ্টিকে মূলধারার কাছে তুলে ধরা প্রবাসে প্রবাসীদের মূখ্য হওয়া উচিত। সমগ্র ফেস্টিভ্যালে কনসুলেট জেনারেল অফিস একটি স্টল দিয়েছে এবং ফান্ড রাইজিং-এর জন্য ইউএসবিসি একটি আইসক্রীমের স্টল দিয়েছে। দেশীয় পণ্য, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রদর্শনে দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভাবমূর্তি তুলে ধরার দিকে আমাদের কোন গরজ আছে বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ এখানে কোন নেতা হওয়ার বা নেতৃত্ব দানের সুযোগ নাই বলে।

এবারের লোটাস ফেস্টিভ্যাল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা পাঠশালার মেয়েরা একটি নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের জন্য সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল। প্রচুর বিদেশী দর্শক থাকলেও প্রবাসীদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত স্বল্প। অনুষ্ঠানের নেপথ্যে পরিচালনা করেন লোটাস ফেস্টিভ্যালের বাংলাদেশের প্রতিনিধি মোঃ এহসান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলো সাবরিনা। উপস্থাপনায় সাবলীল থাকলেও সাবরিনা শিল্পীদের নাম বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে। শুরুতেই বাংলাদেশ একাডেমীর নামে অনুষ্ঠান করতে আসে ঈশিতা বকশী, নৃত্যশিল্পী ভারতীয় চলচ্চিত্রের গানের উপর আকর্ষণীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে উক্ত নৃত্য বিতর্কিত হয়ে ওঠে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে। জনৈক ভদ্রমহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চের পিছনে গিয়ে উপস্থাপিকার উপর চড়াও হয়ে দর্শকদের সামনে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার জোর আপত্তি জানায়। তিনি বলেন যে, উক্ত নৃত্য বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বহন করে না। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ একাডেমীর পরিচালক জাহিদ হোসেন পিন্টু একুশ-কে জানিয়েছেন বাংলাদেশ একাডেমীর নামে যে নৃত্য হয়েছে তা একাডেমীর নয়, ভুল করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উক্ত শিল্পী বাংলাদেশ একাডেমীর সাথে জড়িত নয়। তিনি ভারতীয় অতিথি নৃত্যশিল্পী। তাছাড়া, উক্ত লোটাস ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ একাডেমীর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না।

পরবর্তী অনুষ্ঠান করে বাংলা পাঠশালার ছাত্রী বিপাশা। ভালোই নেচেছে তবে আরও দ্রুত হলে সাবলীল হতো। উত্তরণ ছিলো পরবর্তী সংগঠন। উত্তরণের উপস্থাপনা ছিলো অত্যন্ত শ্রুতিকটু। মূলধারায় এ ধরণের কথাবার্তা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে বলে জনৈক প্রবাসী বাংলাদেশী মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের নামে কমিউনিটির বাইরে কোন অনুষ্ঠান হলে অনুষ্ঠানের রিহার্সেল কর্তৃপক্ষদের দেখা উচিত শেষ পাতার পর: বলে প্রতিনিধি জনাব এহসান সাহেবকে অভিযোগ করেন এবং অতীতে ..পৃ..৯

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ৬ মাসে নিহত ১১৪ গ্রেফতার দুই লাখ ‘অধিকারের’ রিপোর্ট প্রকাশ

মানবাধিকার সংস্থা অধিকার জানিয়েছে, ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা জারির পর গত ৬ মাসে দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ১১৪ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া গ্রেফতার করা হয়েছে ২ লাখ ৮৬ জনকে। দেশের ১১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অধিকার এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। অধিকার জানায়, ১২ জানুয়ারি থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত নিহত ১১৪ জনের মধ্যে র‍্যাবের হাতে ৬৪ জন, পুলিশের হাতে ২৮ জন, যৌথ বাহিনীর হাতে ৭ জন, সেনাবাহিনীর হাতে ৭ জন, নৌবাহিনীর হাতে ৩ জন, র‍্যাব-পুলিশের যৌথ কর্মকাণ্ডে ৩ জন, জেল পুলিশের হাতে ১ জন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে ১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

শপথ নিলেন ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল

ভারতের ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস সমর্থিত সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার (ইউপিএ) প্রার্থী প্রতিভা পাতিল (৭২) দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে গতকাল বুধবার শপথ গ্রহণ করেছেন। পার্লামেন্টে উৎসবমুখর পরিবেশে শপথ নেয়ার পর প্রতিভা এক বক্তৃতায় বলেন, একশ কোটি মানুষের একটি উন্নয়নশীল দেশকে উন্নতি করতে গেলে একশ কোটি মানুষকে একসাথে বাস করা এবং একসাথে সামনে চলার মানসিকতা থাকাটা জরুরি। ভারতের নারীদের অধিকার অর্জনে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখা তার অন্যতম কর্তব্য হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এদিন তিনি বিদায়ী রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের স্থলাভিষিক্ত হলেন। খবর এএফপি, বিবিসি ও পিটিআইয়ের।

সাদা ও সবুজের মিশেল দেয়া রঙের শাড়ি পরে প্রতিভা যখন গতকাল শপথ অনুষ্ঠানে হাজির হন তখন সবাই তাকে শুভেচ্ছা জানান। শপথ নেয়ার পর নতুন প্রেসিডেন্টের সম্মানে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়। এরপর তিনি গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন। একইদিন প্রতিভা রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উল্লেখ্য, ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিভা বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হন। এর আগে তিনি ছিলেন রাজস্থানের গভর্ণর।

ভারতের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে নির্বাহী ক্ষমতা কিন্তু স্টেট এবং ফেডারেল সরকার গঠনে রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা আছে। ফলে এটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পদ নয়। এছাড়া আরো বেশ কিছু ক্ষমতা হাতে থাকার কারণে দেশীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগও তার আছে। প্রতিভা ভারতের ১৩ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন। নির্বাচনে জিতে প্রতিভা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, ‘কাগুজে প্রেসিডেন্ট’ না হয়ে এই পদের সাংবিধানিক সমস্ত দায়িত্ব তিনি যোগ্যতাবলে পালন করবেন। তার মতে, ভারতের জনগণ যে আদর্শকে মনেপ্রাণে পছন্দ করে সেই আদর্শেরই বিজয় হয়েছে।

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

লং বীচে প্রথম গ্রীষ্ম মেলা

একুশ রিপোর্ট

প্রথমবারের মত লস এঞ্জেলেস্থ লং বীচে তথা ক্যালিফোর্ণিয়ায় গত ৭ জুন, ২০০৭ হয়ে গেল গ্রীষ্ম মেলা। মেলার প্রধাণ আকর্ষণ শিল্পীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ প্রমাণ করে যে তারাও সংগীত জগতে কোন অংশে কম নয়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উর্মি আর্থার, আবেদ রাজ্জাক, এ্যানি কানিজ, প্রিয়া, সঙ্গীতা, পাপ্পু, জবা, রুমানা,

ছিলো বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল এবং লালন শিল্পী ফরিদা পারভীন। পূর্ণদাস বাউল এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সারা বিশ্বব্যাপী বাউল সংগীতকে সুপরিচিত করে তুলেছেন। তাকে জীবিত লিজেন্ড হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ফরিদা পারভিন ও বংশীবাদক আব্দুল হাকিম মেলাকে লালন গীতি ও বাঁশির সুরের মূর্চ্ছনায় মোহিত করে তোলে। গ্রীষ্ম মেলায় স্থানীয় জ্যোতিপ্রকাশ, সোমা হাওলাদার, মিঃ ডন, সানিকা, টিপু ও রূপম। উত্তরণ শিল্পগোষ্ঠী মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে যা উপভোগ্য ছিল এবং এককালীন লস এঞ্জেলেস প্রবাসী বর্তমানে এরিজোনার বাসিন্দা এম এ শোয়েব দীর্ঘদিন পর লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠান করলেন।

চট্টগ্রামে বে ফোনসের ভি-সেট গেটওয়েসহ বিপুল সরঞ্জাম জব্দ

অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বে-ফোনসের স্থাপনা থেকে ২০ কোটি টাকার ভিওআইপি যন্ত্রপাতি আটক। ছবি-নয়া দিগন্ত

শাহজাহান আকন্দ শুভ: বেসরকারি ল্যান্ডফোন কোম্পানি বে-ফোনসের চট্টগ্রামের ৫টি স্থাপনায় অভিযান চালিয়ে বিটিআরসি ও র‍্যাবের বিশেষ টিম ২০ কোটি টাকার ভিওআইপি যন্ত্রপাতি আটক করেছে। র‍্যাবের বিশেষ টিম গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুদিন একটানা অভিযান চালিয়ে এ বিপুল অঙ্কের যন্ত্রপাতি আটক করে। জানা যায়, বিটিআরসি থেকে পিএসটিএন ব্যবসার অনুমোদন নিলেও দীর্ঘ দিন ধরে অবৈধভাবে ভিওআইপি সংযোগ ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছিল বে ফোনস। বেশ কিছু দিন কড়া নজরদারির পর তাদের এ অবৈধ ব্যবসার সন্ধান পায় বিটিআরসি ও র‍্যাব। এর পর জুলাই ১৪, ২০০৭ একযোগে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বে ফোনসের কার্যালয়ে শুরু হয় র‍্যাব ও বিটিআরসি’র অভিযান। ভিওআইপি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বে-ফোনস কোম্পানির পরিচালক টেকনিক্যাল রফিকুল ইসলাম ও সিনিয়র ম্যানেজার ফয়েজ আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্র জানায়, দীর্ঘ সময় বে ফোনস কার্যালয়ে অভিযান চালালেও ভিওআইপি’র মাধ্যমে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ টেলিফোন কল হয়েছে তার কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। অভিযানে অংশগ্রহণকারী একজন বিটিআরসি কর্মকর্তা জানান, আইন-শৃড়খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দেয়ার জন্যই হয় তো তারা এ রেকর্ড রাখেনি।

বিশেষ টিমটি বে-ফোনসের চট্টগ্রামের প্রধান সুইস রুমসহ হালি শহর, লালখান বাজার, মোগলটুলী, জিইসির মোড় ও সদরঘাট এলাকার ৫টি স্থাপনায় এ অভিযান চালায়। অভিযানকালে ২টি এক্সেল সুইস, ২টি এক্সেল চ্যানেল ব্যাংক, ১টি সার্ভার, ৪টি চ্যানেল ব্যাংক, ১০টি সিস্কো সুইস মিডিয়া গেটওয়ে, ২টি ভিএসটিএ মোডেম এন্ড গেটওয়ে, ১২টি ভিওআইপি গেটওয়ে, ৩টি মাক্স ও ৩টি ভি-স্যাট জব্দ করা হয়েছে।

বিটিআরসি কর্মকর্তারা বলেছেন, বে-ফোনস ৩টি আমেরিকান কেরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশে কল টারমিনেশন করে আসছিল।

গত ৯ জুলাই মাত্র ১ দিনে ১৩ হাজার ঘন্টা কথা বলা হয়েছে ভিওআইপি এক্সচেন্জের মাধ্যমে। বে-ফোনস এর সত্বাধিকারী লস এঞ্জেলেস্হ একটি জনপ্রিয় কলিংকার্ড ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

অভিযানে নেতৃত্বদানকারী মেজর শামসুজ্জোহা গতকাল সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদককে জানান, মধ্যরাত নাগাদ তারা অভিযান শেষ করে ঢাকা ফিরে যেতে পারেন। তবে কী পরিমাণ সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে তা অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় বলে জানালেন তিনি।